কুলতলি ড.বি.আর আম্বেদকর কলেজ

' বাংলা বিভাগ'– এর ছাত্র –ছাত্রী কর্তৃক প্রকাশিত

বার্ষিকসাহিত্যপত্রিকা'**প্রথম আলো"(এপ্রিল-২০২১থেকে মার্চ -২০২২)**

বিষয় : অতিমারীর একাল সেকাল

চিত্র :

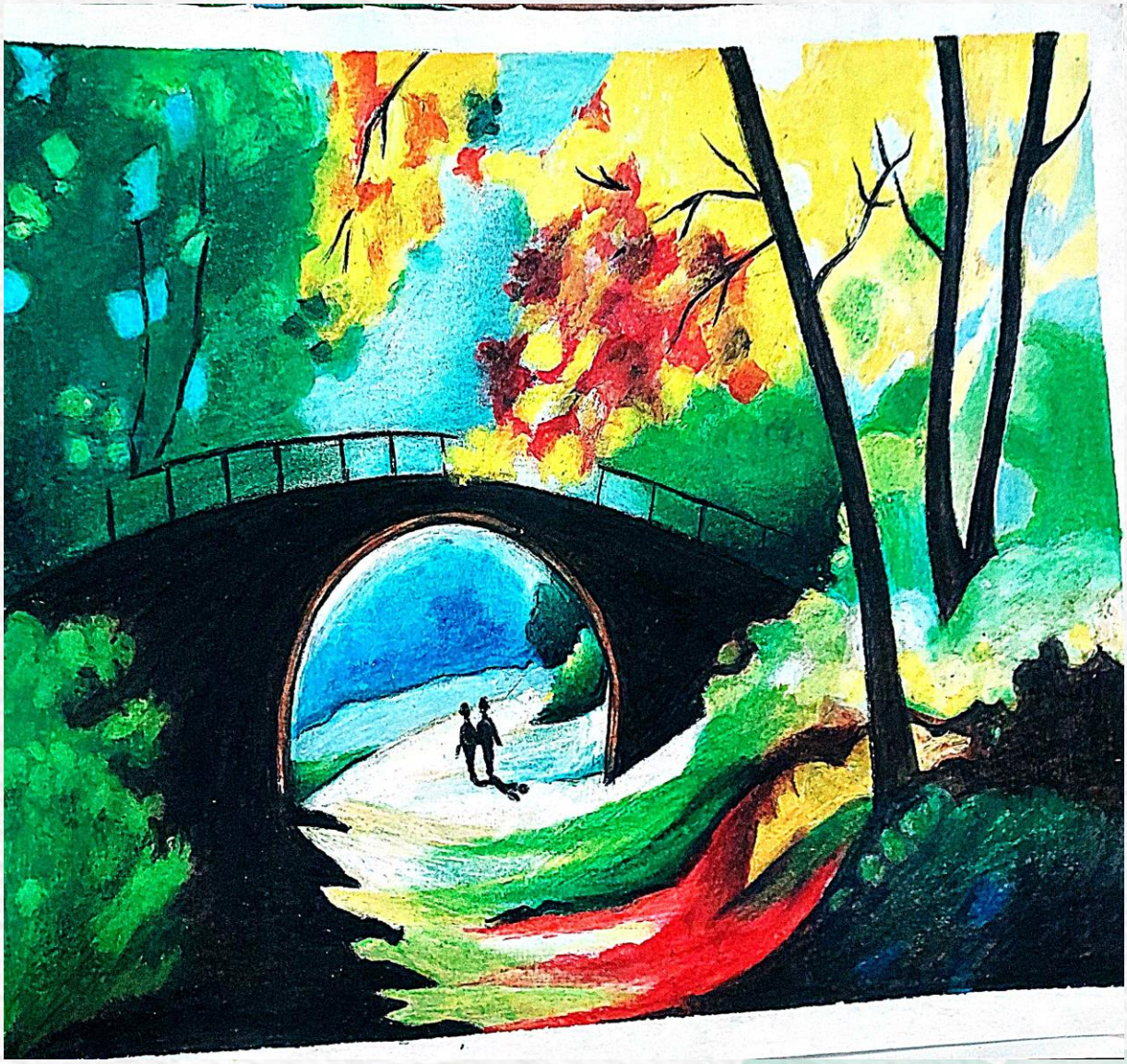

শিল্পী স্মৃতিকণা তরফদার ( চর্তুথ সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

স্বরচিত কবিতা :

"অসীম শূন্যতা "

রাখী মন্ডল ( দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

অসীম শূন্যতার বেদনা আমার বুকে নিয়ে
গোধূলির রক্তিম আভায় গেছি জ্বলে;
স্মৃতির পরশে যেদিন তোমায় মনে পড়বে
গোলাপের কাঁটার মত সারা অঙ্গ বিঁধবে।

জীবনের অনেক আশা- আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
অশ্রুহীন চোখে বাঁচতে চেয়েছিলাম,
নিরাশায়- নিভৃতে কাঁদিয়ে গেলে আঘাতে আঘাতে

এলো না বেরিয়ে কান্না কন্ঠ ছিঁড়ে।

যেদিন আমায় বুঝবে তুমি
থাকবো সেদিন সমাধিতে ঢাকা,
তোমার চোখের অশ্রুর পরশ হয়ে
বেঁচে থাকবো এই ধরায়।

আবার আসবে ঋতু ফিরে ফিরে
বাধা হতে আসবো না ফিরে; তোমার সুখে
একটাও কথার জবাব দিতে না
থাকতে তুমি মুখ ফিরিয়ে ঘৃণার অহর্নিশে ।

বন্ধু- বান্ধব,আপন স্বজন করেছে কাঁটার আঘাত
বিদ্ধ করেছে এ হৃদয় রক্তের ধারায়,
আঘাতে হয়ে গেছি একেবারে শান্ত
বেঁচে থাকতে চাই তোমার হৃদয়ের পাতায়।

*********

"মনুষ্যত্ববোধ"

সইদুল লস্কর( চর্তুথ সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

হৃদয়ের নির্জনতার বাহিরেও মনুষ্যত্ববোধ খেলা করে

"প্রথম আলো"

জীবনের অন্তিম পর্বে এসে যখনি উপলব্ধি করতে শেখে,

সমগ্র জীবনে করেছে যত পাপ-পুণ্য,মান-অপমান, বেদনা,কষ্ট

সবকিছু অজস্র অশ্রু আকারে আছড়ে পড়ছে ধরিত্রীর ধরাতলে।

সমগ্র জীবন হৃদয়ের কাছে বারে বারে জানতে চেয়েছে

জীবনের চলার পথ শেষ আছে কি?

চলার পথে শেষটা খুঁজতে গিয়ে হৃদয়ে আশাকে

বিষাদের ছিটে ফোঁটা আমার মনুষ্যত্ব বোধকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

বিষাদের এই বেদনায় সমগ্র জীবনে স্মৃতিগুলো জাগিয়ে তোলে

কখনো বা সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডগুলো যুদ্ধ ঘোষনা করে,

ধীর গতিতে হৃদয় শান্ত হয়ে ওঠে আকন্ঠ অস্থিরতায়।

আমার মনুষ্যত্ব বোধ হাজার সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে যাচ্ছে।

মনুষ্যত্ব বোধহীন মানুষগুলো ধ্বংস করে, মনুষ্যত্ব বোধ সম্পূর্ণ মানুষের জন্য

প্রয়োজন, অবিনাশী স্ফুলিঙ্গ দৃষ্টির অগ্নিকনা।

********

" গোলক ধাঁধা"

সুরাইয়া লস্কর ( ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

জীবন সংগ্রামের পথে চলতে গিয়ে

বিবেকের তাড়নায় খুঁজে পাই সত্যর মুখ,

মরিচিকার পিছনে ছুটে আমরা

কেন বাড়াই হৃদয়ের গ্লানির অসুখ।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পর্যন্ত দীর্ঘ লড়াই করে

যদি পরাজয়ের ফলে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়,

তারই ক্ষত নিরাময় হয়ে যোগ্য মর্যদা পাবে।

যদি অচেনা পথে হেঁটে স্বপ্নের ঠিকানা পেয়ে যাই

তবে জীবনের কিছু অপূর্ণ অচেনা চাওয়া,

ফিরে পাই যেন গোলক ধাঁধায়।

**********

স্বরচিত প্রবন্ধ লিখন:

শিরোনাম : 'করোনার প্রভাব'

আনন্দ নস্কর( ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

বিশ্বময় করোনা ভাইরাসের মহাকাব্য চলছে।যা বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে মারাত্মক ভাইরাস হয়ে এসে মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই ভাইরাস ধনী দেশ থেকে শুরু করে গরীব দেশগুলির জনসাধারণ আক্রান্ত হয়েছে।করোনা সংক্রমণ দুনিয়া কাঁপিয়েছে মৃত্যুর মিছিল দিয়ে। বিশ্বময় যে ভাবে সংক্রমণ ঘটেছে,তার ফলে লকডাউনের মধ্যে কোম্পানীর তালা বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই,পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়রানি সবই চলেছে।বহু মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেছেন আবার অনেক মানুষ অনাহারে দিন কাটিয়েছে।

COVID -19 ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য লকডআউন কতটা রুখতে পারছে তা বোঝা না গেলেও,এই অপরিকল্পিত লকডাউন অসংখ্য মানুষের রুটি রুজি কেড়ে

নিয়েছে। এমনকি অনেকাংশে মানুষের আশ্রয়হীন ও খাদ্যহীন করেছে।

রাষ্ট্র কোনো দায়িত্ব নেয়নি,অতি নিম্ন মজুরির এই কোটি কোটি শ্রমিকের। নিয়োগকর্তারাও তাদের প্রাপ্ত মজুরি ও দেয়নি। আধুনিক পৃথিবীতে ন্যক্কারজনক ঘটনা শুরু হয়েছে কর্মহীন,আশ্রায়হীন লক্ষ কোটি শ্রমিকের শত সহস্র মাইল পায়ে হেঁটে ঘরমুখী পথচলা।সরকার এদের বিকল্প কোনো পথ রাখেনি। আবার বড় শহরের শক্তিশালী শিল্প গোষ্ঠীর মালিকরা একাংশ শ্রমিকদের চলে আসার থেকে আটকাতে চেয়েছিল কারণ লকডাউন খুললে এই সস্ত শ্রমিক দরকার পড়বে। পুঁজিবাদী সমাজে স্থায়ী কর্মসংস্থাপন দিতে অক্ষম।

লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পর সমস্ত কলকারখানা, অফিস -আদালত, সমস্ত রকমের যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ এই লকডাউনের ফলে ভারতবর্ষ নয় গোটা বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে পড়ে।এর ফলে দুরভগান্তি ঘটে শ্রমজীবী মানুষদের যারা দুরদুরান্ত রাজ্যে কর্মরত ছিলেন ও সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

যে সমস্ত শ্রমিকগুলো ভিন রাজ্যের কাজ করতে গিয়েছিল, সরকার লকডাউনে এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর কোনো ব্যবস্থা করেননি বরঞ্চ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গাদা গাদা। বাস ট্রেন যাবে বলেও যায়নি আবার দু-একটা ট্রেন কখন ছাড়বে কোনো খবর নেই। যদিওবা ট্রেনে আসে তাতে যে সব যাত্রীরা ছিল তাদের জল -খাবার দেওয়ার কথা ছিল তা তারা পায়নি। যদিওবা পায় তা ছিল অতি নিম্নমানের খাদ্য।এই সব শ্রমিকদের বিশেষ নামকরণ করেছে তা হল 'পরিযায়ী শ্রমিক '

দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে গোটা দেশে লকডাউন, পরিযায়ী শ্রমিকদের। কোথাও কাজ নেই, টাকা নেই ও খাবার ও নেই। পরিবার নিয়ে কার্যত পথে বসতে হয়েছিল। অবশেষে কালের নিয়মে করোনা কালের সেই হৃদয়বিদারক স্মৃতি ভুলে মানুষ আবার নতুন ভাবে জীবন প্রণালী বেছে নেয়। কেননা জীবন নদীর স্রোতের মতো চলমান, গতিস্রোত যুক্ত।রাত্রির অন্ধকারের পর যেমন নব সূর্যোদয় হয় তেমনি মানবজীবনের নতুন ভাবনায় পথ চলা আরম্ভ হয়। তবে অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে নতুন জীবনচিত্রের আশান্বিত হয়ে।

**********

স্বরচিত কবিতা:

" মানবতার ধর্ম"

আনন্দ নস্কর( ষষ্ঠ সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

বিশ্বমানবতার জীবনে তরঙ্গে নৃত্য ভঙ্গিমাতে এগিয়ে যেতে হবে
নির্ভয়ে ব্যথা- বিজয়ের প্রেরণা, প্রকৃত সত্যর সন্ধানে।

সুরের কত বৈচিত্র্য, মানবতার ধর্মে সত্যর উপলব্ধি করিয়া

ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র আলাদা হওয়া সমাজচ্যুত দর্শনের ধ্রুবতারা।

চিন্তাচেতনায়, জানি না কে। ঔজ্জ্বল্য আলোক ছটায় মহিমায়
এইটুকু জানি, মানবজাতির জাতিসত্ত্বা ও গৌরবান্বিত যুগান্তরের পানে।

নিঃশ্বাসে- বিশ্বাসে, বুদ্ধি- বোধ- মর্ম- কর্মে, ঝড়ঝঞ্জা- বজ্রপাতে,
প্রেম-ভালোবাসায়, প্রতিবাদ আন্দোলনের অঙ্গীকার ও আরাধনার নিবিষ্টতার।

প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টা। ধর্ম, জীবন দর্শন এবং সাধনা এখানে অভিন্ন
হৃদয়ের প্রদীপ খানি জ্বালিয়া ধরিয়া সমাধানে।

মানুষই যেমন স্রষ্টা তেমনি সৃষ্টি নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা
প্রকৃতির জগতে বৃহৎ সৃষ্টি বিচিত্র লীলাখেলা।

মানুষের গোটা জীবনটা একটা ছেদহীন সৃজনক্রিয়া

শিল্প- সাহিত্য - সমাজ ,কৃষি -রাজনীতি- জীবনাচার, আনন্দ- বিষাদ

পূর্ণতা - অপ্রাপ্তি, সমস্যা ও সমাধান- সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিচরণের প্রকাশ।

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য মানবতার ধর্মের অমর বাণী।

মানবতার ধর্মে নিস্তব্ধ ক্রন্দনের রয়েছে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা

সীমার মাঝে অসীম তুমি, হৃদয় হরণে তোমার প্রেমে সোনার বরণ।

**********-*

স্বরচিত কবিতা :

"জীবন"

রাখী মন্ডল (তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

স্মৃতির লোমে ঢাকা বিস্মৃতির নরক এই পৃথিবী

যেখানে রয়েছে জীবনের সবরকম যন্ত্রনা,

একদিন ভাঙবে জীবনে রয়েছে যতগুলি শৃঙ্খল

সেই দিন দেবে না কেউ কারোর সাঙ্গ।

অতীত জীবন চলেছে ছায়ার মতো পিছে পিছে

কত মায়ার বাঁধন ডাকছে আমায় মিছে।

স্বার্থের এই পৃথিবীতে রয়েছে কত বিবেকহীন মানুষ

নিভে যাবে জীবন প্রদীপ নয়নদুটো বুজবে যেদিন,

দমবন্ধ হয়ে যাওয়া জীবনটা এক স্বার্থক জেলখানা

অতীতের কথাগুলো আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

জীবন নিয়ে কবিতা লেখা খুবই সহজ

জীবনটাকে কবিতার মতো সাজানো অবাস্তব।

********** সমাপ্ত **********-